প্রথম আলো
২৭/৯/২০১২

বিমানে পেছনের আসন সবচেয়ে নিরাপদ

প্রথম আলো ডেস্ক

বিমানের প্রথম শ্রেণীর আসন আপনার সবচেয়ে পছন্দ? তাহলে সাবধান হোন। কারণ বিমান দুর্ঘটনার সময় ওই আসনগুলোই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। সে তুলনায় পেছনের আসনের যাত্রীদের প্রাণে বাঁচার সম্ভাবনা থাকে।

নতুন এক গবেষণায় এ তথ্য মিলেছে। গতকাল মঙ্গলবার লন্ডনভিত্তিক *ডেইলি মেইল* পত্রিকা এ গবেষণা তথ্য প্রকাশ করে।

এতে বলা হয়, সম্প্রতি মেক্সিকোর সোনারান মরুভূমিতে এক বিশেষ পরীক্ষা চালানো হয়। ১৭০ আসনের একটি বোয়িং ৭২৭ বিমান বিধ্বস্ত করে চালানো হয় ওই পরীক্ষা। বিমানটির চালক জেমস স্লোকাম আড়াই হাজার ফুট উঁচু থেকে প্যারাসুটের সাহায্যে বিমান থেকে লাফিয়ে পড়ে নিচে নেমে আসেন। এরপর দূর-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের সাহায্যে বিমানটি নিচে নামানো ও বিধ্বস্ত করা হয়।

বিমানের আসনগুলোতে ডামি-যাত্রী (নকল মানুষ) ব্যবহার করা হয়। ডামি-যাত্রীদের তিনটি দলে ভাগ করা হয়। প্রথম দলকে বিমানের আসনে বিশেষ ভঙ্গিতে (বিমান দুর্ঘটনার সময় যেভাবে বসার পরামর্শ দেওয়া হয়) বসিয়ে সিটবেল্ট বাঁধা হয়। দ্বিতীয় দলটিকে ওই বিশেষ ভঙ্গিতে না বসিয়ে শুধু তাঁদের সিটবেল্ট বাঁধা হয়। আর তৃতীয় দলটিকে বিশেষ ভঙ্গিতে না বসিয়ে এবং সিটবেল্ট না বেঁধে বসানো হয়।

গবেষকেরা বলেন, বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার সময় এর নাকের অংশ (সামনের অংশ) প্রথমে মরুভূমিতে আছড়ে পড়ে। এতে দেখা যায়, প্রথম দলটি অর্থাৎ বিশেষ ভঙ্গিতে বসানো ডামি-যাত্রীদের ওপর দুর্ঘটনার প্রভাব কম পড়ে। শুধু সিল্টবেল্ট বাঁধা বসা যাত্রীদের মাথায় জোর চোট লাগে। আর তৃতীয় দলটি একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়।

বিশেষ এই গবেষণায় খরচ হয় প্রা ১০ লাখ পাউন্ড। গবেষণায় আরও দেখা যায় ধরনের বিমান দুর্ঘটনায় বিমানের ৭৮ শতাংশ যাত্রী প্রাণে বেঁচে যান। তবে প্রথম শ্রেণীর যাত্রী সবাই নিহত হন। পিটিআই।